টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

নকলকে ছাপা পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

মাঘ-ফাল্গুনের

শুভ বিবাহের

সর্ব্বাধুনিক ডিজাইনের সকল রকম

কার্ডের বিরাট সম্ভাবেশ।

॥ পণ্ডিত প্রেস ॥

রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা ফাল্গুন বুধবার, ১৩৭৮ ইং 16th Feb. 1972 | ৩৬শ সংখ্যা

রাজ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ পর্ষদের

এ কি কৌতুক নিত্য নব ?

বেশ কিছুদিন ধরে শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আবার সন্ধ্যার কিছুক্ষণ থাকার পর রাত্রির দিকে বন্ধ থাকছে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে নাকি বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল যে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য সপ্তাহে প্রতি মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, শনিবার ও রবিবার সকাল ৭টা হতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত বন্ধ থাকবে। কিন্তু আশ্চর্য্য—এর কোন কারণ দর্শান হয়নি। আরও আশ্চর্য্যতর হলো—যাদের কাজের অথবা ব্যবসার সুবিধের জন্য দিনের বেলায় বিদ্যুৎ বেশী প্রয়োজন তাদের সঙ্গে সুবিধা-অসুবিধার বিষয় কিছুই আলোচনা করা হয়নি। পর্ষৎ শুধুমাত্র একটি নোটিশ দিয়েই আপনাদের দায়দায়িত্ব হতে খালাস চেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের অন্ততঃ মনে রাখা উচিত—এটা গণতান্ত্রিক উপায় নয়। তাঁদের খেয়াল-খুশীমত এই অব্যবস্থা জন-জীবনকে বিশেষভাবে পর্য্যুদস্ত করে তুলেছে। ছোটখাটো শিল্প চালনা যে সব ব্যবসায়ীর জীবিকা তারা (যেমন—বিদ্যুৎচালিত আটাকল, ফটো ষ্টুডিও, ছাপাখানা ইত্যাদি) বিদ্যুৎ সরবরাহের এমন তুঘলকী সিদ্ধান্তে দিনের পর দিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের এই অনিয়মিত ব্যবস্থা কি কর্ত্তৃপক্ষের আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচায়ক নয় ? পথে-ঘাটে, ঘরে-বাইরে জনসাধারণ কতদিন এমন অব্যবস্থায় কখনও আলো কখনও অন্ধকারের মধ্যে থাকবে ?

রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যস্থলে জনবহুল অঞ্চলে

রহস্যঘন হত্যাকাণ্ড

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যস্থলে দ্বিতল গৃহের উপরতলায় পাঁচুসুন্দরী দাসী নাম্নী বর্ষীয়া মহিলাকে কে বা কাহারা মুখে গামছা প্রবেশ করাইয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করে ও তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী পুলিশ কুকুর ডাকুকে ঘটনাস্থলে লইয়া আসা হয়। সূত্র অভাবে 'ডাকু' তদন্তকার্য্যে সাহায্য করিতে সমর্থ হয় নাই। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। এখন পর্য্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

বিধানসভার আসন্ন নির্ব্বাচনে জঙ্গিপুর মহকুমার চারিটী আসনে তের জন প্রার্থী

৪৬-ফরাক্কা—১। জেরাত আলি—সি, পি, এম, ২। মহম্মদ আলি—নব কং, ৩। সহীদুল আলম—মুঃ লীগ।

৪৭-সুতী—১। মহম্মদ সোহরাব—নব কং, ২। শিশ মহম্মদ—আর, এস, পি, ৩। বিনয়ভূষণ সরকার—নির্দ্দলীয়।

৪৮-জঙ্গিপুর—১। অচিন্ত্য সিংহ—এস, ইউ, সি, (আই), ২। মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়—নির্দ্দলীয়, ৩। বদরুদ্দিন আহম্মদ—মুঃ লীগ, ৪। হবিবুর রহমান—নব কং।

৪৯-সাগরদীঘি—১। গুরুপদ দাস-মুঃ লীগ, ২। জয়চাঁদ দাস—আর, এস, পি, ৩। নৃসিংহকুমার মণ্ডল—নব কং।

॥ গ্রাম-বাংলায় ব্যাপক চুরি-ডাকাতি ॥

বোমার ঘায়ে দুজন আহত

সাগরদীঘি, ১০ই ফেব্রুয়ারী—নবগ্রাম থানার সুকী গ্রামে শ্রীবিভুতিভূষণ দাসের বাড়ীতে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে নগদ পাঁচশত টাকা এবং বাসনপত্র নিয়ে চম্পট দেয়। ডাকাত দলের নিক্ষিপ্ত বোমার ঘায়ে দুজন আহত হন। আহতদের মধ্যে একজন গ্রামবাসী এবং অপর জন জিয়াগঞ্জের।

* * *

ঐদিন রাত্রে সাগরদীঘি থানার পারুলিয়া গ্রামে ডাঃ বসন্তকুমার পালের বাড়ী থেকে কে বা কারা একজোড়া বলদ এবং একটি গরুর গাড়ী নিয়ে পালিয়ে যায়। গরু এবং গাড়ী কোনটিই আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি।

* * *

গত মঙ্গলবার (৮/২/৭২) একদল দুর্বৃত্ত ৩৪নং জাতীয় সড়কের গোপগ্রাম ষ্টপেজে চায়ের দোকানের সামনে দুটো বোমা চার্জ্জ করে চায়ের দোকানের সর্ব্বস্ব লুঠ করে নিয়ে পালিয়ে যায়। এই স্থানটিও নবগ্রাম থানার অধীনে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ ঘূণের ইতিকথা ॥

পশ্চিমবঙ্গে ঘূণ ধরেছে। এ ঘূণ রাজ্যের সর্বস্তরে একটু একটু করে অথচ ব্যাপকভাবে এগিয়ে চলেছে। স্বাধীনতা লাভের দুই-যুগী ইতিবৃত্তে বলা যায় এই-টুকুই। আমাদের রাষ্ট্রচেতনা নিছক দলীয় রাজ-নীতিতে সীমাবদ্ধ যার প্রভাব সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে আদর্শবোধের প্রতি নিষ্ঠা যে কোনও ব্যক্তিস্বার্থে বিসর্জিত হয়। বিশেষ করে তখ্‌ৎ তাউসের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণে। গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের এই অঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে একই ধারা বয়ে চলেছে। এ হতে রাজ্য ও রাজধানীর রাজনীতি রেহাই পায় না।

পশ্চিমবঙ্গে নানা মুনি; তাঁদের নানা মত। মুনিদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা আপন আপন গোসাঁই এর সন্তোষবিধানে তৎপর। তাই এখানে বছরের পর বছর রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। এত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। থাকলেও এই দল-উপদলে কোঁদল এমন ব্যাপক আকারে চলে না। বিভিন্ন মতাদর্শ যখন মানুষ খুন করে চলে, তখন সে সর্বনাশা চিন্তাধারাকে কী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে?

হতভাগ্য এই রাজ্যটির প্রতি কেন্দ্রও যেন ততটা সহৃদয় নন। রাজ্যের বৈষয়িক উন্নতি ও অগ্রগতিতে কেন্দ্রীয় দৃষ্টি যতটা নিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, তা হয় নি। শিল্প-উৎপাদনে সরকারী বিনিয়োগ অন্য রাজ্যের তুলনায় কম বলেই বেসরকারী উদ্যোগ ক্রমস্তিমিত। অথচ এখানে শিল্প-উৎপাদনে প্রচুর সম্ভাবনার পথ খোলা। চক্ষুষ্মান হয়েও চোখ বন্ধ রাখলে তাকে দেখাবে কে? এটাও সামাজিক অমঙ্গলের অন্যতম দিক। আবার সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি রাজ্যের আবহাওয়াকে যেভাবে বিষাক্ত করে তোলে, তাতে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা ঠিক নয়। রাজনৈতিক মদত পাওয়া যাক আর নাই যাক, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ভারত যখন নয়, তখন এ ধরণের চেতনা ও মনোবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। এই রাজ্যের জাতীয় মেরুদণ্ডে কোন ক্ষত সৃষ্টি হতে দেওয়া উচিত নয়। অথচ রাজনীতি করার লোভ এমনি যে, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে দলীয় লাভের স্বার্থে উস্কানি দিতে তৎপরতার অভাব দেখা যায় না। এমন কি দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হয়েও অনেকে স্ব সম্প্রদায়ের হয়ে একপেশে কথা বলেন। এর সুদূরপ্রসারী সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবে কে?

সামাজিক ঘূণ আমাদের প্রত্যক্ষ ক্ষতি করে চলেছে। ব্যবসায়ী মহলের অসাধুতা দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর অবদান। মজুতদারী ও চোরাকারবার বেআইনী শুধু কাগজের ফাইলে। ধনকুবেররা যা হাঁকবেন, তাই দর এবং তাই ন্যায্য মূল্য। আয়কর ফাঁকি দিতে হবে, মাল ওজনে কম দিতে হবে— এ সব ব্যবস্থাও পাকা। এঁদের ক্রমবর্দ্ধমান লোভকে প্রত্যাঘাত করার কোন পথ সাধারণ মানুষ দেখতে পাচ্ছে না। ওয়াগন ভেঙ্গে মালপত্র চুরি এবং সে চোরাই মাল নানা এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা সংরক্ষণ, রেল ও কারখানার যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ চুরি এবং তা প্রকাশ্যে অথচ গোপনে বিক্রয়, ছিনতাই ইত্যাদি অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে রাজ্য থরহরি কম্পমান। এ ছাড়াও আছে নানা রকমের ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম। জোতদারী অসাধুতায় দেশ পর্যুদস্ত। বেনামী জমি, কম উৎপাদন দেখিয়ে লেভী ফাঁকি দেওয়া এবং প্রচুর উদ্বৃত্ত ফসল উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে শহরের বুকে ব্যক্তিগত মোটর হাঁকান একটা রেওয়াজ হয়ে পড়েছে। রাঘব বোয়ালেরা দেশকে চেনে না; চিনতে চায়ও না। কর্মচারী চাষমজুর-শিল্পশ্রমিক সকলেই তালে আছেন। যত কাজ ফাঁকি দিতে পারা যায় এবং ঠিক ঠিক পারিশ্রমিক পাওয়া যায়, ততই মঙ্গল। অফিসে অফিসে একটি কাজের জন্যে সাধারণ মানুষের কত হয়রানি ও গোপন অর্থব্যয় হয়, তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। বিক্ষোভ-আন্দোলন-হুজ্জৎ-হাঙ্গামা যত্রতত্র। শিক্ষার ক্ষেত্রটিতে কলুষ-কালিমা পড়ে গেল এতদিনে। শিক্ষকস্তরের অথবা ছাত্রস্তরের পরীক্ষার্থী মাত্রেই অসৎ উপায়ে বাজি মাৎ করতে চেষ্টিত। শিক্ষায় নৈরাজ্য এসে গেছে। স্কুলে-কলেজে শিক্ষক-অধ্যাপকেরা সুস্থমনে কর্তব্য সম্পাদন করতে পারছেন না। গোপন রাজনীতির চক্রান্তে অনেককে নাজেহাল হতে হচ্ছে। এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালীসমাজ এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

ঘূণ আজ এই রাজ্যের অঙ্গে অঙ্গে। এখানে রাষ্ট্র, দেশ ও সমাজ সচেতন মানুষের যত অভাব, দল ও ব্যক্তিস্বার্থ সচেতন মানুষের তত প্রাদুর্ভাব। এই অমঙ্গল এক দিনের নয়; এটা ধীরে ধীরে রাজ্যঅঙ্গে প্রবেশ করেছে এবং এখন তার বিষাক্ত আকার প্রত্যক্ষ হচ্ছে। দুর্বল জাতীয় মেরুদণ্ড যতদিন না সবল হয়, যতদিন না সর্বক্ষেত্রে মনেপ্রাণে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে গ্রহণ করতে না পারা যাচ্ছে, এবং জাতীয়তাবোধ যতদিন না জাগছে, ততদিনে কল্যাণ নেই।

রাস্তা-দৌড় প্রতিযোগিতা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী। আজ রঘুনাথগঞ্জ রোড্‌ রেস্‌ এ্যাসোশিয়েশন এর পরিচালনায় ৭ম বার্ষিক রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতা সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্রীড়ানুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থান বিশেষতঃ গ্রামগুলি হইতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় প্রতিযোগিগণ যোগদান করেন। মোট সতের জন বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্যে আট জন বিভিন্ন গ্রামের ক্লাবগুলির পক্ষ হইতে অংশ গ্রহণ করেন। শহরবাসীগণের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রীড়াপ্রীতি অনুষ্ঠানকে মনোজ্ঞ করিয়া তোলে। বিজয়ী প্রতিযোগিগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন উক্ত এ্যাসোশিয়শনের মাননীয় সভাপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

ফলাফল ঃ—

৫ মাইল রাস্তা-দৌড়, ১ম রতন সেনগুপ্ত, ভ্রাতৃসংঘ (বহরমপুর), ২য় মহঃ নুরুল ইসলাম, (রাণীনগর), ৩য় লাবণ্যকুমার সরকার, রাজানগর প্রগতি সংঘ, ৪র্থ আবুল কালাম, সেবাশিবির রঘুনাথগঞ্জ, ৫ম সুশান্তকুমার দাস, রাজানগর প্রগতি সংঘ, ২ মাইল রাস্তা-দৌড় ১ম সন্তোষকুমার সিংহ, (নেতাজী সংঘ লালগোলা), ২য় রবিউল ইসলাম,

— শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

জঙ্গীপুর-সংবাদ

—শ্রীস্নিগ্ধা ব্যানার্জ্জী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হঠাৎ কানে এলো—"ফাঁসিতলা যাচ্ছি ভাই।" ভাবলাম সে আবার কি! 'ফাসিতলা!' ওখানে কি ফাঁসি দেওয়া হয় নাকি! কৌতূহলী হয়ে ফাঁসিতলার দিকে এগিয়ে চল্লাম। আপন মনে চলেছি। পথ ঘুরতেই নজরে পড়লো জঙ্গীপুর পৌরসভার দোতলা অফিস ঘর। পাশ দিয়ে এগিয়ে চল্লাম। একে ওকে জিজ্ঞেস ক'রে বুঝলাম, ফাঁসিতলায় ফাঁসি দেওয়াব ব্যবস্থা নাই। তবে নবাবী আমলে নাকি এখানে ফাঁসি দেওয়া হতো।

ডানদিকে নজর পড়তেই, একটি নাম ফলকের উপর দৃষ্টি পড়লো, "টুকিটাকি"। সুন্দর নাম ছোট ষ্টেশনারী দোকান, বিয়ের টোপর থেকে সংসারের টুকটাক জিনিস পাওয়া যায়। তাই নাম তার "টুকিটাকি"। মনে মনে ভাবি নামকরণের দিক থেকে শহরটি অনন্য। এগিয়ে চলি। বহুক্ষণ একনাগাড়ে চলেছি। গলাও শুকিয়ে এসেছে। তাই এদিক ওদিকে চায়ের দোকানের সন্ধান করছি। বাম পাশে ছোট একটি রেষ্টুরেন্ট। দোকানে বসে এক কাপ চা, দুটি গরম সিঙাড়া খেলাম। আলাপ হ'লো মালিক-দু'ভাইয়ের সাথে। বড়ভাই এল, সি, ই পাশ, ছোট ভাই বি, এ, পার্ট-ওয়ান পাশ করে পার্ট-টু দিচ্ছে। খুবই ভাল লাগ্লো এদের। বৃথা চাকরীর চেষ্টায় বসে না থেকে, লজ্জা না করে, এরা যে রোজগারের চেষ্টা করছে, এতে খুশী না হ'য়ে পারা যায় না। এদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ যোগ্য।

বের হ'য়ে আরো খানিকটা এগিয়ে এসে দৃষ্টি গেল একটি নাম-ফলকের উপর। "রকমারী"। বাঃ বাঃ, চমৎকার নামকরণ। রকমারী দ্রব্যের সমাবেশ, তাই নাম তার "রকমারী"। দোকানের নামকরণে রসবোধের পরিচয় যত পাচ্ছি, ততই বিস্মিত হচ্ছি। এরপর দেখলাম আর একটী নাম-ফলক—"প্রয়োজনী"। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান। সবরকম জিনিসই পাওয়া যায়, এমন কি দুচারটে সাধারণ ওষুধও। এস্প্রিন, এস্প্রো গোছের। তখন আমার দোকানের নামকরণ দেখে দেখে নেশা জমে গেছে। সামনে আর কোন দোকান নজরে না পড়ায় আবার পিছনে ফিরলাম। এবার একটী রিক্সায় চাপলাম। রিক্সা এগিয়ে চল্লো। কিছুদূর এসে পৌরসভার কাছে বিরাট এক প্রাসাদোপম অট্টালিকার উপর একটী নাম-ফলকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লো। নাম-ফলকে একটী বড় আকারের চোখ, নিচে লেখা চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ গৌরীপতি চ্যাটার্জ্জী (মনিবাবু) এবং তারপর অনেকগুলি বিলাতি ডিগ্রি। চেম্বারে বেশ ভীড়। খবরে জানলাম, বিখ্যাত ডাক্তার। পৌরসভার সভাপতি। ভাল লাগলো। কেননা এত বড় বিলাতি ডিগ্রিধারী ডাক্তার হ'য়েও যিনি জন্মভূমিকে ভালবেসে এই ছোট শহরেই র'য়ে গেছেন, তিনি মহৎ। মনে মনে তাঁর আচরণের শুধু প্রশংসা করলাম তাই নয়, তাঁকে জানালাম অন্তরের শ্রদ্ধা। রিক্সা আবার আমার দেখা পথ দিয়ে এগিয়ে থানার সম্মুখ দিয়ে ব্যবসায়ী মহল্লায় প্রবেশ করলো। ইচ্ছা করেই ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়লাম। পায়ে হেঁটেই চলেছি। "দত্ত ষ্টোর" এক, দুই, কাপড়ের দোকান। তারপর "রঘুনাথগঞ্জ বস্ত্রালয়" পথের দুধারে দুটী ঘরে দোকান চল্ছে। বেশ ভীড়। আধুনিক সাজ-পোশাকের নামী দামী প্রতিষ্ঠানের বস্ত্রের সমাবেশ। কিন্তু নামের মধ্যে পুরাতনের আবেশ।

কিছুটা এগিয়ে এসে ডানদিকে ফিরবো, হঠাৎ বাম দিকে একটি বিজ্ঞাপন-ফলক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। "তনুশ্রী"। ষ্টেশনারী দোকান। ঝকঝকে তকতকে সাজানো, পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে এবং নামকরণের দিক দিয়ে দুদিকেই মালিকের শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। মালিকের চেহারাটীও ছিমছাম। শুন্লাম, ভদ্রলোক ভাল অভিনেতা। এককালে নাটকে সাহেবের অভিনয় করতেন। কেদার রায়ে কার্ভালো, আর টিপুসুলতানে মঁসিয়ে লালী অভিনয় করে অনেকের মন তিনি জয় করেছেন কিছু দিন আগেও।

কিছুটা এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ে সুবৃহৎ এক বিজ্ঞাপন-ফলক ইংরাজিতে লেখা "B A T A" কিন্তু দোকানে জুতার সঙ্গে আবার সেন্ট, স্নো, সাবান, তেল, এমন কি ফুটবল, জার্সি, কাপ, মেডেলও রয়েছে। ব্যাপার কি! কৌতূহলী হ'য়ে মালিককে শুধালাম। উত্তরে জান্লাম—বাটার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান নয় এটি। এটা বাটা এজেন্সি। অর্থাৎ ভদ্রলোকের নিজস্ব দোকানে বাটার এজেন্সি তিনি পেয়েছেন। তাঁর দোকানের নাম "প্লেয়ার্স হোম।"

"প্লেয়ার্স হোম" ইংরাজী; তার সঠিক বাংলা তর্জ্জমা কি হবে, ভাবতে ভাবতে বের হ'য়ে আবার সম্মুখে এগিয়ে চললাম। হঠাৎ মনে পড়লো, মানান সহি একটি বাংলা তর্জ্জমা "খেলা ঘর" অর্থাৎ খেলার সরঞ্জামের দোকান। চোখ তুলতেই সামনেই নজরে পড়ে নাম-ফলক "খেলা ঘর।" মনে মনে ভাবলাম এটা নিশ্চয়ই একটি খেলাধুলার সরঞ্জাম বিক্রির দোকান। কিন্তু দেখি, না, এটিও একটি ষ্টেশনারী দোকান। তবে খেলাধুলার আসবাবও আছে। জঙ্গীপুরের নামকরণের উপর যে একটা আস্থা এসেছিল, সেটা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হ'লো। বেদনা বোধ করলাম মনে মনে। কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়ে ডানদিকে দৃষ্টি পড়তেই মুগ্ধ বিস্ময়ে থেমে গেলাম। মনে হ'লো, ধন্য জঙ্গীপুর। ধন্য তোমার রসবোধ। অনন্য তোমার নামকরণের প্রতিভা। নাম-ফলকে নাম "নির্ণয় ও নিরাময়" ডাঃ এ, কে চন্দ্র, এম, বি, বি, এস্। এত সুন্দর নামকরণ আর কখনও দেখি নি। যেন ডাক্তারের চিরজীবনের সাধনা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে এই ছোট্ট নামকরণের মধ্যেই। আগে রোগ ঠিকমত নির্ণয় ও তারপর রুগীকে নিরাময়। অপূর্ব্ব! চোখ যেন আর ফিরতেই চায় না। পা যেন আর চলেনা। তবু এগিয়ে যেতে হবে। আরো দেখা বাকি। সামনে চল্তে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। দোতলা এক পুরাতন বাড়ীর নিচের তলার দুয়ারে ছোট একটি পুরাতন নাম-ফলক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। "পণ্ডিত প্রেস" ও "জঙ্গীপুর সংবাদ কার্য্যালয়।" মনে মনে ভাবি এই কি সেই স্বনামধন্য জঙ্গীপুর তথা বঙ্গগৌরব "দাদাঠাকুর" শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের পণ্ডিত প্রেস!

ভাল করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই আমার সন্দেহ নিরসন হ'লো। ভিতরে, শুভ্র উপবীতধারী দাদাঠাকুরের বাঁধানো ছবিটা দেখা যাচ্ছিল সুন্দর-ভাবে। যুক্ত করে পরম শ্রদ্ধাভরে প্রণাম জানালাম জঙ্গীপুরের প্রাণপুরুষকে।

ক্রমশঃ

রূপসী বাংলা ঃ

কবি মননের অন্তরঙ্গ ছবি

—ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাংলার এই রূপ কবির নয়ন-মনে মোহাঞ্জন মাখিয়েছে। কবি স্বীকার করেন—তাঁর মনের পটে পৃথিবীর নানা ছবি এসে ভীড় করলেও—'তবু জানি কোনদিন পৃথিবীর ভীড়ে / হারাবো না তারে আমি —সে আছে আমার এ বাংলার তীরে।' তাই তো কবির নির্দ্বিধ অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি—'এই ডাঙ্গা ছেড়ে হায় রূপ কে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পরে!' এখানের প্রকৃতি রূপের মধ্য হতে খুঁজে পান যুগান্তের কত কথা কত গল্প। কবি শোনেন—

'বটের শুকনো পাতা যেন যুগান্তের গল্প ডেকে আনে; ছড়ায়ে রয়েছে তারা প্রান্তরের পথে পথে নির্জনে অঘ্রাণে—তাদেরে উপেক্ষা করে কে যাবে বিদেশে বলো—আমি কোন মতে বাসমতী ধানক্ষেত ছেড়ে দিয়ে মালাবারে উটির পর্ব্বতে যাবো নাকো; দেখিব না পাম গাছ মাথা নাড়ে সমুদ্রের গানে কোন দেশে।' কারণ এখানের কার্ত্তিকের নীল কুয়াশা-ভরা বাংলার ক্ষেত কবির মনে আবেশ লাগায়, কবির অনুভূতিতে একাকার হয়ে যায়—। যে বাংলায় ধানক্ষেতে ধান ঝরে পড়ে, চড়াই পাখি কাঁঠালী চাঁপার নীড়ে ঠোঁট গুঁজে, যখন হাঁস পুকুরের সোঁদা জলে শিশিরের গন্ধ পায়, শামুক-গুগ্‌লি শ্যাওলার মলিন সবুজে পড়ে থাকে—তা ছেড়ে যেতে কবি-মন চায় না।

কবি এই বাংলায় বেঁধেছেন ঘর যেখানে—'সন্ধ্যায় যে দাঁড় কাক উড়ে যায় তালবনে মুখে দুটো খড় নিয়ে যায় সকালে যে নিমপাখী উড়ে আসে কাতর আবেগে নীল হেঁতুলের বনে তেমনি করুণা এক বুকে আছে লেগে, বইচির বনে আমি জোনাকীর রূপ দেখে হয়েছি কাতর।'

কবির দৃষ্টিতে সবচেয়ে সুন্দর করুণ এই রূপসী বাংলা। এখানে 'ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ', এখানে আছে কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল হিজল। এখানের প্রান্তর—মধুকূপী ঘাসে ছাওয়া। এই বাংলার রূপ কবি দৃষ্টিতে দিয়েছে মোহাঞ্জন, মনে দিয়েছে অন্তরঙ্গ অনুভূতি, স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ইতিবৃত্তের কত কথা ও কাহিনী আর জাগিয়েছে অকৃত্রিম দেশপ্রেম। এবং মৃত্যু-ভাবনায় কবিচিত্ত সকরুণ হয়ে উঠেছে। এই বাংলার মাঠ, প্রান্তর, পাখী আর পাখালীদের গান ছেড়ে কবিমন যেতে নাহি চায়। কবির আক্ষেপ তাই—পৃথিবীর পথে যদি থাকিতাম বেঁচে—।' তাহলে দেখিতাম সেই লক্ষী পেঁচাটির মুখ ·· সেই সোনালী চিলের ডানা নরম ধানের শিষ্, মেঠো ইঁদুরের চোখ, 'বাবলার আঁধার গলির ফাঁকে জোনাকীর কুহকের আলো', আর মাকাল লতার তলে শিশিরের নীল জল।'

এই বাংলার প্রতি কবির আছে অকৃত্রিম টান, গভীর আসক্তি এবং নিবিড় আকর্ষণ। মৃত্যু-ভয়-করুণ কবির কণ্ঠে অনুরাগ-সিক্ত-গভীর-আকুতি শোনা যায় যখন তিনি বলেন—

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—
এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয় –হয়তো বা শঙ্খচিল
শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্ত্তিকের
নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব
এ কাঁঠাল-ছায়ায়।

* * *

আবার আসিব আমি বাংলার নদী-মাঠ-ক্ষেত
ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার
এ সবুজ করুণ ডাঙ্গায়।

এ ছবি কবি-মনের অন্তরঙ্গ ছবি। রূপসী বাংলার কবিতা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চিত্ররূপময়' কবিতা।

শ্রীপৎ সিং কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচন

সাগরদীঘি, ৮ই ফেব্রুয়ারী– জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের প্রাতঃ এবং দিবা বিভাগের নির্বাচন গত ৩রা ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ছাত্র-পরিষদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করে গণতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। মোট ৪৬টি আসনের মধ্যে ফ্রন্টের প্রার্থী সংখ্যা ৩৬। নির্বাচিত হয়েছেন ৩২ জন, পরাজিত হয়েছেন ৪ জন। যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীসুনীল ব্রহ্মচারী—ভাইস প্রেসিডেন্ট, মনিরুদ্দিন সেখ—সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রীমণীন্দ্র শিকদার—গেমস্। দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া ভোট-গ্রহণ মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই সমাপ্ত হয়।

গত ১৯শে জানুয়ারী রাণী ধন্যা কুমারী কমার্স কলেজের ছাত্র-সংসদের নির্বাচনেও ফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এবং ছাত্র-পরিষদ শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। এই নির্বাচনে ভাইস প্রেসি-ডেন্টরূপে নির্বাচিত হয়েছেন গণতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের শ্রীবাদলকুমার দত্ত।

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

বাদী—দোহতপুর গ্রামের জনসাধারণ পক্ষে আবু হোরেরা দীং

বিবাদী— সরিফুদ্দিন সেখ দিং

মোঃ নং ১৩৯/৭১ অন্য

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে ফরাক্কা থানার অধীন দোহতপুর মৌজার ৩৭২নং খতিয়ান ভুক্ত ৪৬৬নং দাগের ২৯ শতক সম্পত্তি সর্ব্বসাধারণের গোভাগাড় হওয়া স্বত্বে ও বিবাদী পক্ষ অন্যায় ও বেআইনীমতে দখল করিবার ও উহাতে গর্ত্ত করিয়া রূপান্তর সাধন করিবার চেষ্টা করায় দোহতপুর গ্রামের জনসাধারণ পক্ষে দোহত-পুর সাকিমের— ১। আবু হোরেরা পিতা মৃত আলা বকস ২। তৈনুস সেখ পিতা মৃত মহম্মদ মুস্তাফা বাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া ঐ সাকিমের ১। সরিফুদ্দিন সেখ পিতা মৃত রমজান সেখ ২। আবদুর রৌফ পিতা মৃত মহম্মদ এসরাইল বিবাদীগণ বিরুদ্ধে উক্ত সম্পত্তিতে বাদী পক্ষের স্বত্ব থাকা সাব্যস্তে চিরস্থায়ী ও mandatory injunc-tion এর প্রার্থনায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় যে কেহ ইচ্ছা করিলে বাদী বা বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া মোকর্দ্দমা পরিচালনা করিতে পারেন। অদ্য ৭।২।৭২

By Order
Sd/- S. K. Sarkar,
Sheristadar, 2nd Munsift's Court,
Jangipur.

—সুবর্ণ সুযোগ—

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা সংস্থার পরিচালনায় এই জেলাবাসীদের সুবিধার্থে পুরুষ এবং স্ত্রী বন্ধ্যাকরণ অস্ত্রোপচারের এক নিবিড় কর্ম্মসূচী লওয়া হইয়াছে। এই সুবিধা যতটা সম্ভব গ্রামীন পর্য্যায়ে পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কলিকাতার বিশেষজ্ঞ শল্য চিকিৎসকগণ (সার্জ্জেন) অস্ত্রোপচার করিবেন।

পুরুষের অস্ত্রোপচার (ভ্যাসেক্‌টমি অপারেশন)

স্থান ঃ—প্রতিটি সদর ও মহকুমা হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র (যথা—আরঙ্গাবাদ, তালিবপুর, সোমপাড়া, সাগরপাড়া ইত্যাদি) এবং জেলা ও গ্রামীন পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কেন্দ্র।

সময় ঃ—২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ হইতে প্রতিদিন তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত

মহিলাদের অস্ত্রোপচার (টিউবেকটমি বা লাইগেশন অপারেশন)

স্থান ঃ—বহরমপুর জেনারেল হাসপাতাল, জঙ্গিপুর, কান্দী, লালবাগ মহকুমা হাসপাতাল—, ফরাক্কা ব্যারেজ হাসপাতাল, সাগরদীঘি, বেলডাঙ্গা, শক্তিপুর, বড়ঞা, খরগ্রাম, সাদিখাঁনদিয়ার, ভরতপুর, জিয়াগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহ।

সময় ঃ—১৫ই মার্চ্চ ১৯৭২ হইতে তিন সপ্তাহ

(যাঁহারা অস্ত্রোপচারের উপযুক্ত)

যাঁহারা দুই বা ততোধিক সন্তানের পিতামাতা এবং আর সন্তান চান না তাঁহারা উপরে লিখিত হাসপাতালগুলিতে বা নিকটবর্ত্তী পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কেন্দ্রে বা পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কর্ম্মীর সহিত এখনই যোগাযোগ করুন এবং নাম তালিকাভুক্ত করুন।

মনে রাখবেন ঃ—স্বাস্থ্য, সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য পরিবার পিছু দুটি বা তিনটি সন্তানই যথেষ্ট।

অতএব সুযোগ হারাবেন না।

জেলা পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা আধিকারিক কর্ত্তৃক প্রচারিত।

রাস্তা-দৌড় প্রতিযোগিতা

২য় পৃষ্ঠার পর

সেবাশিবির রঘুনাথগঞ্জ, ৩য় মহঃ নুরুল ইসলাম, (রাণীনগর) ৪র্থ বিমল সাহা, নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব মির্জাপুর, ৫ম ভাদু মণ্ডল, নাজিরপুর, ১ মাইল রাস্তা-দৌড় (ছোটদের) ১ম নিমাই ঘোষ, রাখীসংঘ রঘুনাথগঞ্জ, ২য় অমিতাভ দাস, সেবাশিবির রঘুনাথগঞ্জ, ৩য় অরুণ সরকার, রাখীসংঘ রঘুনাথগঞ্জ, ৪র্থ তরুণ কবিরাজ, রঘুনাথগঞ্জ, ৫ম আসরাফ হোসেন, ৬ষ্ঠ মোহন মণ্ডল, (খুড়িপাড়া), ৭ম পরেশচন্দ্র বিশ্বাস, রাখীসংঘ রঘুনাথগঞ্জ।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আমরা আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকা মারফতে আমাদের মহকুমার প্রধান ডাকঘরে নামমাত্র কারণের জন্য সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন যে চরম অসুবিধা ভোগ করছে তার দিকে ডাক-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কর্মব্যস্ত এই ছোট্ট মহকুমা শহরের প্রধান ডাকঘরে ডাকটিকিট, খাম বা পোষ্টকার্ড কিনতে গেলে কম করে তিন সাড়ে-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করে লাইন দিয়ে একটা মাত্র কাউন্টার থেকে নিতে হয়। আর টাকা জমা বা তোলার কিছু কাজ করতে গেলে তো ২/১ দিন ঘুরতেই হয়। অর্থাৎ সামান্য একটু কাজের জন্য নিজের একদিনের কাজ কামাই করতে হয়। এই বিষয়ে মৌখিক আবেদনে কোনই ফল হয় নি। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত নিবেদন এই যে যাতে সর্বসাধারণ তাদের ডাকঘরের কাজগুলো ঠিক ঠিক মত পেতে পারেন তার জন্য আরও অতিরিক্ত কাউন্টার খুলতে আজ্ঞা হোক।

বিনীত— আশিস্ রায় চৌধুরী, প্রদ্যোত গুপ্ত, সুব্রতকুমার দাস, বিধানকুমার দাস, রঘুনাথগঞ্জ।

সংক্ষিপ্ত সমাচার

রঘুনাথগঞ্জ ১নং উন্নয়ন সংস্থার ব্লক স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনের ক্রিয়ানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কানুপুর মাঠে। উক্ত অনুষ্ঠানে মহকুমা-শাসক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। মহকুমা-শাসক বিজয়ী-দের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

* * *

অরাঙ্গাবাদ ডি, এন, কলেজের মাঠে স্থানীয় বালক-বালিকাদিগের একটি ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন অরঙ্গাবাদ মহিলা-সমিতি গত ১২ই ফেব্রুয়ারী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহকুমা-শাসক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ডি, এন, কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়। মহিলা সমিতি প্রতিরক্ষা তহবিলে ৫০১ টাকা ও অরঙ্গাবাদ বিড়ি শ্রমিকেরা ৫০০০ টাকা দান করেন।

জঙ্গিপুর মহকুমায় নানা স্থানে দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতা

গত ১লা ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর হাই মাদ্রাসা ময়দানে জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক দৌড় ঝাঁপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর ও মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ জগদানন্দ দত্ত যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

—পার্শ্বের কলমে উপরে দেখুন

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর ফৌজদারী কাছারী ময়দানে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য ও পারিতোষিক বিতরণ করেন।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক দৌড় ঝাঁপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীবিনয়গোপাল ঘোষ।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্ন যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।